ব্লকেডে অচল ডুয়েট

আবুল হাসান, গাজীপুর
১৯ মে ২০২৬, ১২:০০ এএম

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডুয়েট) নতুন উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে ডুয়েট ব্লকেড কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল। এ সময় প্রতিষ্ঠানের দাপ্তরিক ও একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে, নতুন ভিসি নিয়োগ নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভিসি নিয়োগসহ তিন দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। তবে, ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের অভিযোগ, গুপ্ত সংগঠন শিবিরের নেতৃত্বে সাবেক ভিসির বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি আড়াল করতেই আন্দোলনের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে। এতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত ১৪ মে ডুয়েটের উপাচার্য হিসেবে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকবালকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারির পর থেকেই তার নিয়োগ বাতিলের দাবিতে টানা পাঁচদিন ধরে আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল সোমবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকে অবস্থান নিয়ে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেছেন তারা। এ সময় কর্মকর্তা, কর্মচারীরা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে চাইলে তাদের বাধা দেওয়া হয়। সকাল ১১টার দিকে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। এটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে মূল ফটকের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এই

দাবিতে সব শিক্ষার্থী ঐক্যবদ্ধ। দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে ডুয়েটের যৌক্তিক দাবির পক্ষে একত্রিত হয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তা উপস্থাপনের আহ্বান জানানো হয়। সে অনুসারে বিগত এক সপ্তাহ ধরে ক্যাম্পাসে এবং স্বল্প সময়ের জন্য ক্যাম্পাসের মূল ফটকের সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

গত ১৭ মে সকাল থেকে ক্যাম্পাসের মূল ফটকের ভেতরে শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করছিলেন। সকালে ছাত্রদল ও বাহিরের ভাড়াটিয়া টোকাইদের এনে ডুয়েটের গেইট ভেঙে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়। ভেতরে থাকা শিক্ষার্থীরা তা প্রতিহতের চেষ্টা করলে, তাদের ওপর বাইরে থেকে ইট ছুড়ে ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় ছাত্রদল ও তাদের সহযোগী বহিরাগতরা। সংঘর্ষে ১৮ জন শিক্ষার্থী আহত হন।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতারা বলছেন, রবিবারের বহিরাগতদের নেতৃত্বে হামলার ঘটনায় তারা উদ্বিগ্ন। শিক্ষার্থীদের উপর হামলা এবং ভীতি প্রদর্শন ও বহিরাগতদের হস্তক্ষেপকে শিক্ষক সমিতি নিন্দা জানায়। এ সময় ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা।

সাবেক ভিসির নানা অনিয়ম

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ডুয়েটের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. জয়নাল আবেদীনের বিরুদ্ধে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে ঘুষ বাণিজ্য, অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ছিল। তার আমলে বিতর্কিত এসব কর্মকাণ্ডের জন্য তার পদত্যাগের দাবি করে স্মারকলিপি প্রদান করেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দেওয়া ওই স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে যোগদানের পর উপাচার্য প্রায় ১৫০ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন। অভিযোগ রয়েছে, এসব নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগবিধি ও ইউজিসির গাইডলাইন চরমভাবে উপেক্ষা করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি গোপন রেখে বা নির্দিষ্ট প্রার্থীকে সুবিধা দিতে শর্ত শিথিল করে অযোগ্যদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করতে গিয়ে উপাচার্যের কার্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডার ঘটনাও ঘটেছে। এতে আরও অভিযোগ করা হয়, যন্ত্রকৌশল বিভাগে তিনজন প্রভাষক নিয়োগে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। অতীতে ডিপ্লোমা পর্যায়ে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.৫ চাওয়া হলেও, ২০২৫ সালের ২৫ মার্চের বিজ্ঞপ্তিতে তা কমিয়ে ৩ করা হয়। অভিযোগ উঠেছে, সিজিপিএ ৩ প্রাপ্ত জহিরুল ইসলামকে বিশেষ সুবিধা দিতেই এই পরিবর্তন করা হয়েছে।

এ ছাড়া গত ৯ ফেব্রুয়ারি নিয়োগ পাওয়া সোহেল রানার উচ্চতর ডিগ্রি বা পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও রাজনৈতিক বিবেচনায় তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অপর নিয়োগপ্রাপ্ত ফারুকের ক্ষেত্রে প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. আরেফিনের সরাসরি প্রভাব খাটানোর অভিযোগ উঠেছে। ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগে প্রভাষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে ভুল ও ফল প্রকাশে অহেতুক বিলম্বের অভিযোগ উঠেছে। এ ছাড়া সেকশন অফিসার পদে ৫ জন নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা চরমে পৌঁছেছে। বিজ্ঞপ্তিতে ‘মাস্টার্স অথবা এইচএসসি ও ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক’ চাওয়া হলেও, অনেক যোগ্য প্রার্থী আবেদন করতে পারেননি। ভিসির ঘনিষ্ঠজনরা এইচএসসি সমমানের সনদ ছাড়াই বিশেষ বিবেচনায় চাকরি পেয়েছেন বলে স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়।

ডুয়েট ছাত্রদলের ভাষ্য

ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা অভিযোগ করেনÑ সাবেক জামায়াত সমর্থিত ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক জয়নাল আবেদীনের দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আড়াল করতেই সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা ডুয়েটে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে। রবিবার নতুন ভিসি অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকবালকে স্বাগত জানাতে ছাত্রদলের নেতাকর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকে জড়ো হন। এ সময় বিনা উস্কানিতে তাদের উপর চিহ্নিত ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা হামলা চালায়। সোমবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিযোগ করেন ছাত্রদল নেতাকর্মীরা।

এ ব্যাপারে ডুয়েট ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের বলেন, হামলার ঘটনায় শিবিরের গুপ্ত রাজনীতি দায়ী। ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, ছাত্রদলের নেতাকর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর প্রথমে হামলা করা হয়েছে। মূলত সাবেক ভিসি জামায়াতপন্থি হওয়ায় বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলায় আমাদের দুইজন সহযোদ্ধাকে সতর্কীকরণ নোটিশ করা হয়। তার আমলে ছাত্রশিবির ও ছাত্রঐক্য কমিটি করলেও তাদের নোটিশ করেনি, ছাত্রদলের কমিটি করতে গেলে আমাদের নোটিশ করা হয়েছে। এখন যারা গুপ্ত রাজনীতি করে তারা চাইবে না ক্যাম্পাসে প্রকাশ্য রাজনীতি হোক। এ সময় ডুয়েট ক্যাম্পাস থেকেই গুপ্ত রাজনীতি ও মব সন্ত্রাসের সমাপ্তির সূচনা হবে বলেও জানান ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

এ ব্যাপারে ডুয়েটের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. আবু তৈয়ব বলেন, রবিবারের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পর গতকাল সোমবার ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা? লাগিয়ে দিয়েছে। এ অবস্থায় ছাত্রদের শান্ত করার জন্য ভাইস চ্যান্সেলরের সঙ্গে যোগাযোগের পাশাপাশি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করছি, এতে ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারব।

জিএমপি সদর থানার ওসি আমিনুল ইসলাম বলেন, রবিবার ভিসি নিয়োগকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষের সংঘর্ষে পুলিশ সদস্যসহ ১৫ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ এনে পুলিশ বাদি হয়ে অজ্ঞাত ২০০-২৫০ জনকে আসামি করে সদর থানায় মামলা দায়ের করেছে।